ক্রমেই বাড়ছে ভূমিকম্পের তীব্রতা, আতঙ্কের বার্তা বিজ্ঞানীদের

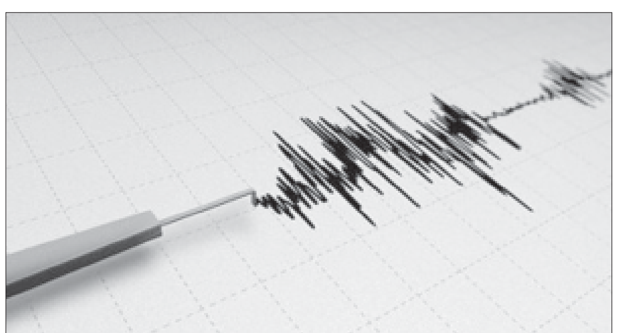

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গত ১০০ বছর ধরেই বিশ্বজুড়ে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ভূমিকম্পের প্রবণতা। এমনটাই জানাচ্ছেন ভূমিকম্প বিশারদরা। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে দু'বার কেঁপেছে কলকাতার মাটি। মাঝে মাঝেই ঘর্ষণ হচ্ছে ইন্ডিয়ানা প্লেট এবং ওশিয়ানিয়া প্লেটে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ওই দুই স্তরের ভূ - কম্পনের কেন্দ্রস্থলও খুব কাছে ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু কলকাতায় বা বাংলায় ঘন ঘন ভূ-কম্পনই চিন্তার কারণ নয়, ভূমিকম্প এখন সারা বিশ্বের জন্যই মাথাব্যথা কারণ। শিয়রে সংক্রান্তি শুধু বাংলার জন্যই নয় , খাঁড়া ঝুলছে সারা বিশ্বের উপরেই। প্লেটের সরণের পাশাপাশি সোলার অ্যাক্টিভিটি, সোলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং জিও ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জেরে একের পর এক ছোট বড় ভূমিকম্প হয়ে চলেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ১০০ বছরের কম্পনের মাত্রা যেমন বেড়েছে তেমনই দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থল খুব কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে। কখনও সেটি দূরে কোথাও প্রভাব ফেলছে। কখনও উৎসস্থলের আশেপাশেই প্রভাব ফেলছে। এগুলোই বিশেষ শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বছর পাঁচেক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভু-কম্প বিশারদ সুব্রত কুমার মিদ্যা ভূমিকম্প নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। সেইই গবেষণা পত্রই এই আসন্ন সঙ্কটের তথ্য দিচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী ১৯০০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ধীরে ধীরে বিভিন্ন সময়ে ভূমিকম্পের পরিমাণ বিশ্ব জুড়ে বাড়তে শুরু করে। ষাটের দশক পর্যন্ত এই পরিমাণ চিন্তার ভাঁজ ফেললেও বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এর পর থেকেই ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে ভূমিকম্পের পরিমাণ।

সুব্রত কুমার মিদ্যা বলেন, আমরা যা দেখছি সেটা হল যখন সোলার অ্যাক্টিভিটি বেশী হচ্ছে তখন ভূমিকম্পের তীব্রতা কম ছিল। কিন্তু যখনই সোলার অ্যাক্টিভিটি কমে গিয়েছে তখনই ভূমিকম্পের তীব্রতা বেড়ে গিয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বড় ভূমিকম্পের বেশিরভাগই ১৯৭০ সালের পর হয়েছে এবং এগুলির তীব্রতা ৬ রিখটার স্কেলের উপরে। ভূমিকম্প বিশারদরা এও জানাচ্ছেন ১৯৭০ সালের পর থেকে পাহাড়ে পাথর ভাঙার কাজ , খনিজ পদার্থ তোলার কাজ বেড়েছে। মাটির তলায় নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টাও হচ্ছে। এর জেরও পড়েছে বিশ্বের উপর। বেড়েছে ভূমিকম্পের পরিমাণ ও তীব্রতা। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন ১৯৬০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তর সোলার অ্যাক্টিভিটির জেরে কম্পনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিয়েছে সোলার ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে। এর জেরেই পৃথিবীর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে সেটি সঙ্কেতপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং সহজেই টেকটনিক প্লেটগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছে বারবার। এর জেরেই বাড়ছে ভূমিকম্প ও তার তীব্রতা। ২০১৮-র পর এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা যা ভয়ঙ্কর হবে।

ইলিশের বিকল্প হিসেবে মিল্ক ফিশের উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ সুন্দরবনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভরা বর্ষায় বাঙালির পাতে ইলিশ পড়লেও দামের ছেঁকায় ক্রেতাদের হাত পুড়ছে। কিন্তু অবিকল ইলিশের স্বাদের 'মিল্ক ফিশ' এবার সারা বছর বাঙালির পাতে তুলে দিতে চলেছেন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা। গত ২০১৫ সাল থেকে সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রাজ্যের উপকূলের পুকুরে এই মাছের চাষ শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রে আগেই এই মিল্ক ফিশ বা চ্যানস মাছের সন্ধান মিলেছিল। পরে কেন্দ্রীয় নোনা জীবপালন ও অনুসন্ধান সংস্থার (সিবা) কাকদ্বীপ শাখা এই মাছের চারা বিতরণ করেন এলাকার কয়েকজন মৎস্যজীবীকে। তখন থেকে সুন্দরবনের নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ এলাকার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে ফিলিপিন্সের এই জাতীয় মাছের। গত ৬ মাস আগে পাথরপ্রতিমার শিবগোবিন্দপুরের মৎস্যচাষি অনিমেষ দাসকে কৃত্রিম চ্যানস মাছের চারা দিয়েছিলেন কাকদ্বীপ গবেষণাকেন্দ্রের মৎস্য বিজ্ঞানীরা। যৌথ উদ্যোগে এই চাষ করেছিলেন তিনি। সম্প্রতি সেই মাছের বৃদ্ধি দেখলেন বিজ্ঞানী তাপস ঘোষাল, সঞ্জয় দাস, গৌরাঙ্গ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিডিও রথীন দে ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা। সেদিন জাল দিয়ে মাছ তোলা হয়। ৬ মাসের মাছের গড় ওজন হয়েছে প্রায় ৪০০ গ্রামের বেশি। পাইকারি বাজারে এই মাছ বিক্রি হয়েছে ১৭০ টাকা কিলো দরে। চাষের খরচের তুলনায় মাছচাষিদের লাভের পরিমাণও বেশ ভাল।

বিজ্ঞানী তাপস ঘোষাল বলেন, '২০১৫ সাল থেকে চ্যানস মাছের কৃত্রিম প্রজনন আমাদের দেশে শুরু হয়েছে। এ রাজ্যেও সফলভাবে সেই চাষ করা হয়েছে। সেই মাছ ধরে এলাকার মৎস্যচাষিদের

দেখানো হয়েছে। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আমরা চাইছি আগামী দিনে সুন্দরবনের চাষিরা এই চাষ করুক। এই চাষ করে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন চাষিরা। প্রতি কিলোতে চাষিরা ৭০ থেকে ৮০ টাকা লাভ পাবেন। এই মাছ ইলিশের বিকল্প হিসেবে উঠে আসতে পারে। এই মাছ চাষ করতে চাইলে কাকদ্বীপের সিবাতে যোগাযোগ করতে পারেন।'

এক মৎস্যচাষি বলেন, 'প্রচলিত মাছের চাষের সঙ্গে এই মাছের চাষ করতে উৎসাহ পাচ্ছি। এই চাষই করব। কারণ লাভও ভাল।' সুন্দরবনের মাছচাষিদের কাছে নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে এই মিল্কফিস চাষে। এক মাছচাষি বলেন, '১ বিঘা জমিতে ৬ মাসে মাছের জন্য খরচ হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। প্রথমে ২ কুইন্ট্যাল মাছ বিক্রি করেছি। গড়ে দাম পেয়েছি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা কিলো দরে। আরও ৭ থেকে ৮ কুইন্ট্যাল মাছ হবে। সব মিলিয়ে লাভ হবে প্রায় ৮০ হাজার টাকা। বাজারে এই মাছের চাহিদা আছে। আড়তদাররা এই মাছ চাইছেন। এই মাছের মড়কও হয় না।'

আজ থেকে শুরু চন্দননগরে অনলাইনে পুজোর অনুমতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর অনুমতি দিতে গত বছর 'এক জানলা' (সিঙ্গল উইন্ডো) পদ্ধতি চালু করেছিল চঃদননগর কমিশনারেট। এ বার এক ধাপ এগিয়ে অনলাইনে ওই ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখানে। অর্থা, বা।তিতে বসে মাউস ক্লিক করেই মিলবে পুজোর অনুমতি। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার বলেন, ''পুজোর অনুমতি দেওয়ার পদ্ধতি সহজ করার কথা ভাবা হচ্ছিল। সেই জন্যই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এতে নির্ঝঞ্ঝাটে গোটা বিষয়টি করা যাবে।'' কমিশনারেটের আধিকারিকদের বক্তব্য, 'সিঙ্গল উইন্ডো' ব্যবস্থায় অনুমতির প্রক্রিয়া অনেকটাই সহজ হয়েছিল। কিন্তু তাতেও অনেকটা সময় ব্যয় করতে হচ্ছিল। আজ, শুক্রবার থেকে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে (www. Chandannagar.pujapermission.com) ফর্ম ভর্তি করে আবেদন জানানো যাবে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওই কাজ করতে হবে। কমিশনারেট এলাকায় প্রায় ন'শো বারোয়ারি দুর্গাপুজো রয়েছে। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনে বিষয়টি নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়। সেখানে পুলিশ-সহ সংশ্লিষ্ট সব দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পুজো কমিটির সদস্যদের সামনে গোটা বিষয়টি তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। সময়ও বাঁচবে।

কমিশনারেট সূত্রের খবর, ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রথমে সংশ্লিষ্ট কমিটির মোবাইল এবং ই'মেল আইডি রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। এর পরে ওয়েবসাইটের 'আসান' পেজ খুলে একে একে পুরসভা, দমকল, বিদ্যুৎ দফতর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং কমিশনারেটের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হবে। পুজো মণ্ডপে কত ভি। হতে পারে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে কি না, কেনও 'সেলিব্রিটি' আসছেন কি না, বিসর্জনের শোভাযাত্রা হবে কি না, হলে কোন পথে হবে- সব তথ্যই জানাতে হবে। অন্যান্য দফতরের ছাড়পত্র দেখে চূড়ান্ত অনুমতি দেবে কমিশনারেট। অনুমতিপত্র ডাউনলোড করা যাবে। কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, ''পুরনো তালিকা অনুযায়ী পুজো কমিটিগুলির নাম আগে থেকেই ওয়েবসাইটে তুলে রাখা হচ্ছে।'' তবে গোটা বিষয়টি অনলাইনে হলেও বিদ্যুৎ খরচের নির্ধারিত টাকা ওই দফতরে জমা দিতে হবে। কেন? প্রশাসন সূত্রের খবর, অনলাইনে টাকা জমার ব্যবস্থা করা যায়নি। পরের বার থেকে অনলাইনেই ওই টাকা জমার ব্যবস্থা করা হবে। দমকলের ছাড়পত্রের জন্য যে টাকা লাগত, এ বার রাজ্য সরকার তা মকুব করেছে। প্রথম বার অনলাইন ব্যবস্থা হচ্ছে। এতে কেউ সমস্যায় পড়লে কি হবে? কমিশনারেটের কর্তারা জানাচ্ছেন, এই বিষয়টি ভেবে ১৮ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'সিঙ্গল উইন্ডো' ব্যবস্থাও রাখা হবে। চুঁচুড়া, চন্দননগর এবং ভদ্রেশ্বরের ক্ষেত্রে চন্দননগরে এবং উত্তরপাড়া, রিষড়া, শ্রীরামপুর ও ডানকুনির ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরে 'সিঙ্গল উইন্ডো' ব্যবস্থার জন্য শিবির খোলা হবে। বিভিন্ন দফতরের কর্মী বা আধিকারিকরা সেখানে থাকবেন। ইন্টারনেটে সমস্যা হলে সেখানেই গত বছরের মতো আবেদন করা যাবে।

ব্যারাকপুরে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত কলেজ ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে স্রোতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রের। মৃত ওই ছাত্রের নাম সম্রাট মুখোপাধ্যায় (১৯)। বাড়ি বারাকপুর সদর বাজার এলাকায়। সে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার পাঁচ জন কলেজ ছাত্র ব্যারাকপুর বাবাজি গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমেছিল। তাঁদের মধ্যে প্রথম বর্ষের ছাত্র সম্রাট মুখোপাধ্যায় ও তার আরেক বন্ধু স্নান করতে নেমে গঙ্গার জলে তলিয়ে যায়। জোয়ারের স্রোতে তাঁদের দু'জনকে ভেসে যেতে দেখে স্থানীয় যুবকেরা ওই দুই ছাত্রের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করতে সফল হয়। কিন্তু অপর ছাত্র সম্রাট মুখোপাধ্যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই গঙ্গায় তলিয়ে যায়। পরে ওই ঘটনার খবর পেয়ে বাবাজি গঙ্গার ঘাটে যায় ব্যারাকপুর থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। এরপর গঙ্গায় নেমে দু'ঘণ্টার চেষ্টায় সম্রাটের দেহ উদ্ধার করা হয়। ছাত্রের দেহটি ব্যারাকপুর থানার পুলিশ দ্রুত ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় মৃত ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা বলেন, ''সম্রাট ভালো সাঁতার জানত না। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়।'' ইতিমধ্যেই ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ব্যারাকপুর থানার পুলিশ।

ওভারলোডিং বন্ধের দাবিতে আন্দোলনে নামছে ট্রাক সংগঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ওভারলোডিং এর নামে রাস্তায় ট্রাক আটকে হেনস্থা নয়, লোডিং পয়েন্ট থেকেই এসব বন্ধ করতে হবে। এমনই দাবিতে আন্দোলনে নামছে ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন। মাঝেরহাটের ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর ২০ চাকার ট্রাক বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই প্রশাসন ওভারলোডিং বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। আর এর ফলেই দেখা দিয়েছে নতুন সমস্যা। অভিযোগ, পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে ওভারলোডিং এর নামে ট্রাক দাঁড় করিয়ে চালক ও হেল্পারদের হেনস্থা করছে।

ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রবীর চট্টোপাধ্যায় জানালেন, আমরাও চাই এই রাজ্যে ওভারলোডিং বন্ধ হউক। তবে তা লোডিং পয়েন্ট থেকেই সেটা বন্ধ করতে হবে পুলিশকে। জানা গিয়েছে, ট্রাক সংগঠন বৃহস্পতিবার সকালে বালি নিবেদিতা ব্রিজে ওঠার মুখের চৌমাথায় অবস্থান বিক্ষোভ-সমাবেশ করবে। আন্দোলনে থাকবে সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতা-নেত্রীরা। এছাড়া থাকবে বালি- পাথর বহনকারী ট্রাকমালিকরা। মানুষের জীবন, রাস্তাঘাট, ব্রিজ বাঁচাতে অবিলম্বে ওভারলোডিং বন্ধের দাবিতে এই আন্দোলন বলে জানালো সংগঠন। আর ওভার লোডিং বন্ধ হলে বাঁচবে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন শিল্প। ১০ বা ১২ চাকার ট্রাক নয় সব ট্রাকের R.L.W অনুযায়ী লোড করলে কোনও রাস্তা ও ব্রিজের খতি হবে না। লোডিং পয়েন্ট থেকে এই সব ট্রাক বন্ধ করলে তবেই ওভার লোডিং বন্ধ হবে। এর আগেও দেশ জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রাক ধর্মঘট হয়েছিল। ওভার লোডিং বন্ধসহ পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, বিমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি, পুলিশের জুলুমবাজি, জিএসটি লাগু সহ এক গুচ্ছ দাবিতে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। তবে সব অভিযোগ পুলিশ অস্বীকার করেছে।

বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে দক্ষিণের কিছু জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ক্রমশ বাড়ছে বৃষ্টির ঘাটতি। কলকাতা এবং বাঁকুড়ায় পরিস্থিতি একটু ভাল। পরিস্থিতি এমন থাকলে সেপ্টেম্বরের শেষে গোটা দক্ষিণবঙ্গেই ঘাটতি দিয়ে বর্ষার যাত্রা শেষ হতে পারে। ১ জুন থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের রেকর্ড বলছে, কলকাতা এবং বাঁকুড়ায় বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে যথাক্রমে ৪ এবং ২ শতাংশ বেশি। বাকি সব জায়গাতেই রয়েছে ঘাটতি। দক্ষিণবঙ্গের সব থেকে খারাপ অবস্থা মুর্শিদাবাদের। সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে ৪৭ শতাংশ কম। বীরভূম, হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়ায় যথাক্রমে ৩২ শতাংশ, ২৯ শতাংশ, ২৮ শতাংশ এবং ২২ শতাংশ কম। ১৪ থেকে ১৮ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামে।

বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পেছনে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপগুলির ও।শিমুখী হওয়াকে দায়ী করা হয়েছে। চলতি বছর কলকাতায় জুনে স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। সেই কারণেই এখনও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তি রয়েছে শহরে। অন্যদিকে বাঁকুড়ায় আগস্টের শুরুতে যে সাড়ে তিনশো মিলিমিটারের রেকর্ড বৃষ্টি হয় তার জন্য বৃষ্টি বাড়তি সে জেলাতেও। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের বাকি অঞ্চলে আর বিশেষ বৃষ্টির দেখা নেই। এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে একটি অক্ষরেখা রয়েছে। তার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প সময়ের বৃষ্টির বেশি কিছু আশা করা যাচ্ছে না। এই ঘাটতি দূর করতে পারে একমাত্র বড় কোনও নিম্নচাপ। কিন্তু আগামী কয়েকদিন সে রকম কোনও পূর্বাভাসও দেয়নি আবহাওয়া দপ্তর।

আরামবাগে নির্বিঘ্নে বোর্ড গঠন হল

গোপাল রায়, আরামবাগ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ নির্বিঘ্নে বোর্ড গঠন হল আরামবাগ ব্লকের মাযাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উৎসবের আমেজে দেখা গেল মায়াপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত সদস্যদের তারা প্রথমে স্থানীয় তৃণমূল দলীয় কার্যালয় উপস্থিত হন । তারপর দলের নির্দেশ মতো তারা নির্বাচিত সদস্যরা একত্রিত হয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পঞ্চায়েত ভবনে পৌঁছায় । সরকারি নির্দেশ অনুসারে কর্মসূচি পালন করা হয় এবং পঞ্চায়েত ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এদিন আনুষ্ঠানিকভাবেই মায়াপুর দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধানের পদের দায়িত্ব সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় প্রধান হিসেবে দাযিত্ব পান পাপিয়া মিদ্দা ও উপপ্রধান পদে দায়িত্ব পান ওই গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রাক্তন প্রধান অলোক সাঁতরা ।

পুজোর কলকাতায় পর্যটনের প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মরশুমে পর্যটকদের নতুন পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে উৎসাহিত করতে চায় রাজ্য। তাই কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এলইডি বোর্ড বসিয়ে প্রচার চালানো হবে। প্রথম পর্যায়ে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় এই বোর্ড বসানোর কাজ শুরু হয়েছে বলে পর্যটন দপ্তর সূত্রের খবর। ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ, যাদবপুর, এজেসি বোস রোড ও নিউ টাউনে প্রথম পর্যায়ে এই বোর্ডগুলি বসানো হবে বলে জানা গেছে। দিঘা, দার্জিলিং, মন্দারমণির মতো সুপরিচিত পর্যটন কেন্দ্রের পাশাপাশি নতুন কিন্তু কম নামী পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে মানুষকে টানতে এর আগেই 'ট্যুরিজম অন হুইল্‌স' নামে একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার ওই প্রকল্পেই রাজ্যের সব পর্যটন কেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে পর্যটন দপ্তর বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যাবে। তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি মিলবে স্পট বুকিংয়ের সুবিধেও। পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পুজোর আগেই এই উদ্যোগ অনুসারে কাজ শুরু হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ গাড়ি নিয়ে পর্যটন দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় এলাকায় যাবেন। সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়া, থাকা, খাওয়ার সুলুকসন্ধানও দেওয়া হবে। গাড়িতে-থাকা এলইডি পর্দায.পর্যটন দপ্তরের তৈরি ছোট ছোট তথ্যচিত্রে পর্যটন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হবে। পর্যটন দপ্তর এই প্রকল্পের নাম দিয়েছে 'ট্যুরিজম অন হুইল্‌স'। পুজোর আগেই ভ্রাম্যমাণ গাড়ি নিয়ে প্রচার শুরু হবে। সেখান থেকে অনলাইনে হোটেল প্যাকেজ ট্যুর বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। জায়গায় দাঁড়িয়ে ইচ্ছুক পর্যটকেরা বুকিং করে তৎক্ষণাত নথিপত্র হাতে পেয়ে যাবেন। এ ছাড়া উৎসব-মরশুমের আগেই পর্যটন দপ্তর সারা রাজ্যে একাধিক কিয়স্ক তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে।

পাঁচ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আটক হাওড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ল হাওড়ায়। বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকে কয়েক মাস কাটিয়ে বাংলাদেশে ফেরার পথে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে হাওড়া স্টেশন থেকে আটক করা হয়। ধৃতরা হল মহম্মদ কউসর, লায়ন শেখ, কুসুম, পারুল বেগম ও সাইবা খাতুন। পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশের বাঘেরহাট জেলার বাসিন্দা। হাওড়া আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনের ২২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দু'জন পুরুষ ও তিনজন মহিলাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে কর্তব্যরত জিআরপি কর্মীরা। তখনই তাঁদের সন্দেহ হয়। ওই পাঁচজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে তাদের কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। পুলিশের জেরায় এরা জানায় বাংলাদেশ থেকে কাজের আশায় তারা ভারতে এসেছিলেন। তবে পুলিশের কাছে কোনও নথিপত্র দেখাতে পারেননি ওই পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক।

হুগলিতে আলুতে রং, বন্ধ হল আরদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ অভিযোগটা আসছিল বেশ কয়েক দিন ধরে। আলুর আরত গুলিতে গোপনে আলুতে রং মেশানো হচ্ছে। এই অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে সিঙ্গুরের একটি আলুর আরতে আচমকাই হানা দেয় সিঙ্গুর থানার পুলিশ। সেই সময় ওই আরতে আলুতে রং মেশানোর কাজ চলছিল। সেখান থেকে হাতে নাতে কর্মচারী ও মুটে সহ মোট ১৫ জনকে আটক করল সিঙ্গুর থানার পুলিশ। এই ঘটনার পরেই আরতের বাকি শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পরে।

পুজোর আগে শেষ হবে না উলুবেড়িয়ার রেলের উড়ালপুলের কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় ছ'মাস আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে বেশিরভাগ নির্মাণকাজ। শুধু রেললাইনের উপরের অংশটুকু জোড়ার কাজ বাকি। এর জন্য ট্রেন চলাচল বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হবে। বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনের সঙ্গে রাজ্য পূর্ত (সড়ক) দফতরের ইঞ্জিনিয়ারেরা আলোচনা চালাচ্ছেন। প্রথমে রাজ্য পূর্ত দফতর চেয়েছিল চার ঘণ্টা করে তিন দিন ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে রেলের তরফে জানানো হয়, এতক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা যাবে না। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের আলোচনায় স্থির হয়, এক লপ্তে টানা ৬ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হবে। তার মধ্যেই সেতুর দু'টি মুখ জোড়া হবে।

উড়ালপুলের ৯০ শতাংশ নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি আছে রেললাইনের উপরের অংশটুকু জোড়ার কাজ। সেটাও করতে সময় লাগবে মাত্র ৬ ঘণ্টা। তা হলে কেন হচ্ছে না? গত জুনে হাওড়া শরৎসদনে জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, উলুবেড়িয়ায় রেল উড়ালপুল চালু হবে সেপ্টেম্বরে। কিন্তু তা হচ্ছে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। পুজোর আগেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে, উৎসবের মরসুমে উলুবেড়িয়া লেভেল ক্রসিংয়ে যানজটে মানুষের দুর্ভোগের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এ জন্য খামখেয়ালি বর্ষাকেই দায়ী করেছেন। তাঁরা রাজ্য পূর্ত (সড়ক) দফতরকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই মরসুমে বর্ষার গতিপ্রকৃতি বোঝা যাচ্ছে না। আচমকা নিম্নচাপ হয়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। কতক্ষণ বৃষ্টি হবে তার পূর্বাভাসও ঠিকমতো যাচ্ছে না। ফলে, কাজটি হাতে নেওয়া ঝুঁকির হয়ে যাবে। কাজ চলাকালীন বৃষ্টি হলে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই বর্ষার মরসুম শেষ হয়ে গিয়েছে বলে আবহাওয়া দফতরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরেই সেতুর দু'টি মুখ জোড়া হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয়কুমার ঘোষ বলেন, ''আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। পুজোর আগে ওই কাজ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। রাজ্য পূর্ত দফতরের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ষার মরসুম শেষ হওয়ার পরেও কাজের যাবতীয় পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।'' পূর্ত (স।ক) দফতরের এক কর্তা বলেন, ''ট্রেন চলাচল বন্ধের জন্য রেল কবে সময় দেবে সেই অপেক্ষায় আমরা মুখিয়ে আছি। আমাদের তরফের সব কাজ শেষ। শুধু সেতুর দু'টি মুখ জোড়ায় অপেক্ষায়। তারপরেই সেতু চালু করে দেওয়া হবে।'' উলুবেড়িয়া লেভেল ক্রসিংয়ে যানজটের সমস্যা দীর্ঘদিনের। একবার রেলগেট বন্ধ হলে দু'দিকের গাড়িকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। আবার লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খুলে যখন গাড়ি ছাড়া হয়, তখন ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট ভেঙেও মাঝেমধ্যে ট্রেন ও গাড়ি চলাচল বিঘ্নিত হয়। এই সমস্যা সমাধান করতেই ২০১৫ সালের মাঝামাঝি উড়ালপুলটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। এটি তৈরি করছে রাজ্য পূর্ত দফতর। খরচ হচ্ছে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। রেলের অংশে নির্মাণ কাজের টাকা রেল পূর্ত দফতরকে দিয়ে দিয়েছে। বাকি টাকা খরচ করছে রাজ্য সরকার।

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিবাদে ২৮ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ব্যবসা ধর্মঘটের ডাক সিএআইটি-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিবাদে আগামী ২৮ শে সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ব্যবসা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সর্বভারতীয় ব্যবসায়ী সংগঠন সি এ আই টি। ধর্মঘটের ইস্যুগুলোকে সমর্থন করলেও প্রত্যক্ষভাবে ওই ধর্মঘটে সামিল না হওয়ার জন্য রাজ্যের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ সহায়তায় ভিনদেশী অনলাইন সংস্থাগুলি ঘুর পথে খুচরো ব্যবসায় ঢুকে পড়ছে বলে ব্যবসায়ী সংগঠন গুলির অভিযোগ। নবান্নে এদিন বাজারদর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে ধর্মঘটে সামিল না হওযার জন্য আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী । নবান্ন সূত্রে খবর তিনি বিক্ষোভ সমাবেশ মিছিল মিটিং পিকেটিং এর মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে অনুরোধ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের। একইসঙ্গে আসন্ন উৎসবের মরশুমে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে কালোবাজারি এবং ফরেদের সক্রিয়তা রুখতেও বৈঠকে প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উৎসবের মরসুমে শাকসবজি ও ফলের দাম যাতে নিযন্ত্রণে থাকে তা নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ী সংগঠন গুলিকেও আবেদন জানিয়েছেন। মাঝের হাট সেতু দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যে কুড়ি চাকার ট্রেলার চলাচল নিষিদ্ধ করেছে রাজ্য সরকার। সেই নিষেধাজ্ঞা বলব থাকবে বলে এদিনও বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে তার প্রভাব যাতে বাজার দরের উপর না পরে তা দেখতে হবে বলে জানিয়েছেন মমতা। প্রয়োজনে বড় লরির বদলে ছোট লরি বা ট্রাক ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পেট্রোল ডিজেলের দাম লাগাতার বেড়ে যাওযার প্রভাব পড়েছে বাজার দরে। নতুন করে যাতে মানুষের ওপর চাপ না বাড়ে তা দেখতে হবে। তবে আলু পিঁয়াজের দাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে নবান্ন সূত্রের খবর। পিঁয়াজ সংরক্ষনের পরিমাণ আরও বাড়ানোর ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। রাজ্যে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এদিন বৈঠকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্যে মাছের চাহিদা বার্ষিক ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। তার মধ্যে ১৫ লক্ষ মেট্রিকটন রাজ্যে উৎপন্ন হয়। বাকিটা ভিন রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। মাছের জন্য অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছোট মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরো কঠোরভাবে পালন করতে হবে। জল ধরো জল ভরো প্রকল্প যে আড়াই লক্ষ পুকুর কাটা হয়েছে সেগুলিকে মাছ চাষে র জন্য আরো বেশি করে কাজে লাগাতে হবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কৃষক মান্ডি গুলি খোলার ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কৃষি বিপনন দপ্তরের সচিব রাজেশ সিনহা কে নির্দেশ দেন।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গায় অবরুদ্ধ সীমান্ত বাণিজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে অবরোধের জেরে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বন্ধ সীমান্ত বাণিজ্য। বসিরহাট জেলা লরি মালিক সেবা সমিতির পক্ষ থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বি.এস.এফ চেক পোস্টের আগে গাছের গুড়ি ফেলে ওল্ড সাতক্ষীরা রোড অবরোধ করা হয়। অবরোধকারিদের পক্ষ থেকে বসিরহাট জেলা লরি মালিক সেবা সমিতির সম্পাদক খোকন গাজী অবরোধের মূল দুটি কারণ জানান। কারণ ১ - যে সমস্ত লরি ভারত থেকে বাংলাদেশে মাল আনলোড করতে যায় সেই গাড়ি গুলির চালক ও খালাসীদের সাথে দুর্ব্যবহার, অতিরিক্ত টাকা চাওয়া, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও সর্বোপরি মারধরও করা হয়, মারধর করে বাংলাদেশের ভোমরা সি এন্ড এফ সংস্থা। বহুবার আলোচনা সত্ত্বেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ ২ - ঘোজাডাঙ্গা সি এন্ড এফ সংস্থা আগে লরি ফরোয়ার্ড ও ক্লিয়ারিং এর জন্য ১০ চাকার লরি পিছু ১০০০ টাকা ও ৬ চাকার ৪০০ টাকা করে নিত। কিন্তু ইদানীং সেই টাকা যথাক্রমে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০০ ও ৬০০ টাকায়। যদিও লরি মালিক সেবা সমিতির অভিযোগ, টাকা যে বাড়ানো হবে তা কারোর সাথে আলোচনা করা হয়নি। হঠাৎই দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও সি এন্ড এফের পক্ষ থেকে সভাপতি ভোলা ঘোষ জানান যে, লরি মালিক সেবা সমিতির তোলা এই অভিযোগ সঠিক নয় । আমাদের পক্ষ থেকে টাকা বাড়ানোর কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি । সেকারণে সিএন্ড এফ কোন দায়ভার নেবে না । আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ওদের সঙ্গে মিটিং এ বসার জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছি। সকাল ১০ টা থেকে অবরোধ হওয়ায় অবরূদ্ধ হয়ে পড়ে সীমান্তের ওল্ড সাতক্ষীরা রোড । সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারত-বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ টি লরি। যার ফলে সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, যার ফলে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছে ব্যবসায়ী মহল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সকাজের সুবিধার্থে টাকীতে তৈরী হলো কবরস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাসনাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ অস্থায়ী কবরস্থানের সমাধানে এগিয়ে আসলো টাকী পৌরসভা। টাকী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে গড়ে উঠেছে গোরস্থান । দীর্ঘদিন এলাকার সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মারা গেলে ছিল না কোনো নির্দিষ্ট কবর স্থানের ব্যবস্থা। বাম সরকারকে এলাকার মানুষ বারবার জানিয়েও কোনো সুরাহা পায়নি। মৃত্যুর পর অন্য লোকের জায়গায় গিয়ে সকাজ করতে হতো। কিন্তু রাজ্যে এই সরকারের সহযোগীতায় টাকী পৌরসভার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে গোরস্থান। সাধারণ মানুষের কাছে জানা যায় আগে যখন কোনো মৃত দেহ সকার এর জন্য আনা হত তখন রাস্তার ধারে ধর্মীয় রীতি নীতি মেনে চলত নামাজ পড়া। কিন্তু আজ সেখানে পাকাপাকি গোরস্থান গড়ে তুলেছে মমতা ব্যানার্জীর সরকার। গোরস্থানে বসেছে সোলার লাইট, মিলেছে পর্যাপ্ত পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত। এর পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে বর্জ্যপদার্থ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র, যার ফলে পূর্বের দিনের মতন যত্র তত্র ময়লা ফেলায় রাশ টানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এলাকায় সংখ্যালঘু মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে, তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সরকারকে ।

বিদ্যাসাগর সেতুতে দু চাকার যানে দিতে লাগবে না টোল ট্যাক্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মরশুমে বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহারকারী বাইক আরোহী দের জন্য সুখবর। আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে ওই সেতু ব্যবহারকারী দু চাকার যান এর জন্য আর টোল ট্যাক্স দিতে হবে না। নবান্নে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন প্রতিবছর এই সেতু দিয়ে তিন কোটি ১১ লক্ষ মোটরবাইক যাতায়াত করে। চলতি অর্থবছরে এখনো পর্যন্ত ৮৪ লক্ষ দুই চাকার গাড়ি সেতু পার করেছে। তাদের কাছ থেকে ৫ টাকা করে টোল ট্যাক্স আদায় করার জন্য দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। দূষণের পরিমাণ বাড়ে। সে কথা মাথায.রেখেই এই কর প্রত্যাহার করে নেওয়া.হলো বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এর ফলে সরকারের প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব ক্ষতি হবে।